শ্রী সাইবাবার 'সাট্‌কা' (হাতের লাঠি) ও পাদুকা - (শ্রী সাইবাবা সংস্থান শিরডী)

শ্রী সাই সৎচরিত্র

অধ্যায় - ১

বন্দনা, গম পেষেন - এমন এক সন্ত, গম পেষবার কাহিনী এবং তার তাৎপর্য্য।

পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে শ্রী হেমাডপন্ত এই শ্রী সাইসৎচরিত্রের শুভারম্ভ বন্দনা দ্বারা করেছেন।

১। সর্বপ্রথমে শ্রী গণেশকে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করেন, যিনি সব কাজ নির্বিঘ্নে পুরণ করে তাঁকে যথাযথ রূপে যশস্বী করেছেন এবং এইরূপ মানা হয় যে শ্রী সাইই আমাদের শ্রী গণেশ।

২। তারপর ভগবতী সরস্বতীকে, যাঁর দ্বারা কাব্য রচনার প্রেরণা তিনি পান এবং লোকে বলে শ্রী সাই ও ভগবতী ভিন্ন নন; তিনি নিজেই তাঁর জীবন সঙ্গীত সুরে বেঁধেছেন।

৩। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে, যাঁরা যথাক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা রূপে মান্য। লেখকের মতে শ্রী সাই এবং এই ত্রিমূর্তি অভিন্ন। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে ভবসাগর পার করিয়ে দেন।

৪। তারপর নিজের কুলদেবতা শ্রী নারায়ণ আদিনাথের বন্দনা করেন, যিনি কিনা কোকণ প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোকন সেই পবিত্রভূমি, যেটি শ্রী পরশুরাম সমুদ্র থেকে বার করে স্থাপিত করেছিলেন। এরপর লেখক নিজের কুলের আদি পুরুষদের প্রণাম জানান।

৫। তারপর শ্রী ভরদ্বাজ মুনিকে, যাঁর গোত্রে তাঁর জন্ম। তারপর সেই ঋষিদের যেমন - যাজ্ঞবল্ক, ভৃগু, পরাশর, নারদ, বেদব্যাস, সনৎকুমার, শুক, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব ইত্যাদি এবং আধুনিক সন্ত যেমন - নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, মুক্তাবাঈ , একনাথ, নামদেব, তুকারাম, নরহরি ইত্যাদিদের নমস্কার করেন।

৬। তারপর তিনি প্রণাম জানান নিজের পিতামহ সদাশিব, পিতা রঘুনাথ এবং মাকে, যিনি ওঁর শৈশবকালেই মারা যান। এরপর নিজের বড় ভাই ও পালনকর্ত্রী কাকীমাকে, প্রণাম করেন।

৭। এরপর পাঠকবৃন্দকে নমস্কার করে অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন একাগ্রচিত্ত হয়ে এই কথামৃত পান করেন।

৮। শেষে শ্রী সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজকে, যিনি কিনা শ্রী দত্তাত্রয়-এর অবতার এবং ওঁর আশ্রয়দাতা। উনিই 'ব্রহ্ম সত্য ও জগত মিথ্যা'-র বোধ করিয়ে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে একই ব্রহ্ম ব্যাপ্ত - এই সত্যের অনুভূতি করান। শ্রী পরাশর, ব্যাস, শাণ্ডিল্য আদির ভক্তির নানান রূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবার গ্রন্থকার মহোদয় নিম্নলিখিত কথা আরম্ভ করেন।

গম পিষবার কাহিনী ঃ-

'১৯১০ সালে আমি একদিন ভোরবেলা শ্রী সাই বাবার দর্শনার্থে মস্‌জিদে যাই। কিন্তু ওখানকার বিচিত্র দৃশ্য দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই। সাই বাবা হাত-মুখ ধুয়ে গম পিষতে বসবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। মেঝের উপর একটা টাটের টুকরো বিছিয়ে, তার উপর যাঁতাকলটা রাখেন। এরপর খানিকটা গম ঢেলে পিষবার ক্রিয়া আরম্ভ করে দেন।'

আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে গম পিষে বাবার কি লাভ হবে? ওঁর তো পরিবার বলতে কিছুই নেই এবং উনি নিজের জীবন নির্বাহ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই করেন - তাহলে এই গম পেষা কেন? এই ঘটনাটা দেখে সেখানে উপস্থিত বহুলোকের এই একই কথা মনে হচ্ছিল কিন্তু বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে এমন সাহস কেউ জোগাতে পারে না। বাবার এই বিচিত্র লীলার খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই দৃশ্য দেখবার জন্য তক্ষুনি লোকের ভিড় মস্‌জিদের দিকে দৌড়য়।

সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে চারজন নির্ভীক মহিলা ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা বানিয়ে মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ে গিয়ে এবং বাবাকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর হাত থেকে যাঁতার হাতলটা কেড়ে নিয়ে বাবার লীলার গুণগান করতে করতে গম পেষা আরম্ভ করে দিলো। প্রথমে বাবা একটু রেগে যান, কিন্তু পরে মহিলাদের ভক্তিভাব দেখে শান্ত হয়ে মুচকি-মুচকি হাসেন। এদিকে গম পিষতে-পিষতে মহিলাদের মনে হয় যে 'বাবার তো কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোন ছেলে-পিলেও নেই। তিনি স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারাই জীবন যাপন করেন। সুতরাং তাঁর ভোজন ইত্যাদির জন্য আটার কিই বা প্রয়োজন? বাবা তো পরম দয়ালু। হতে পারে যে এই আটা উনি আমাদেরই বিতরণ করে দেবেন।' এই কথা ভাবতে-ভাবতে ও গান গাইতে-গাইতে ওরা সমস্ত গম পিষে ফেলল। এবার যাঁতাটি সরিয়ে ওরা আটার চারটে সমান ভাগ করে নিয়ে নিজের-নিজের ভাগটি উঠিয়ে সেখান থেকে যেতে উদ্যত হয়। এতক্ষণ বাবা শান্ত

হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এইভাবে আটা নিয়ে যেতে দেখে তিনি হঠাৎ রেগে উঠলেন এবং ওদের ভর্ৎসনা করে বলেন- "ওহে, তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? এটি কার বাপের সম্পত্তি মনে করে নিয়ে যাচ্ছ? এটা কি কোন পাওনাদারের সম্পদ যে, এত সহজে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? নাও, এখন একটা কাজ করো। এই আটাটা নিয়ে গিয়ে গ্রামের সীমারেখায় বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে এসো।" আমি শিরডীবাসীদের প্রশ্ন করলাম, "বাবা এক্ষুনি যা যা করলেন, তার যথার্থ তাৎপর্য্য কি হতে পারে?" তারা আমায় জানালো যে, সেই গ্রামে বিসুচিকার প্রচন্ড প্রকোপ এবং সেটা দূর করার জন্যই বাবার এই উপচার। "এখুনি আপনি যা কিছু গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখলেন, সেটা গম নয় বরং বিসুচিকা, যেটা পিষে নষ্ট করে দেওয়া হল।"

এই ঘটনার পর সত্যি-সত্যি বিসুচিকার সংক্রমণ প্রশমিত হয়ে গেল এবং গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত ও সুখী হল। বলা বাহুল্য, আমার মন আনন্দে মেতে ওঠে। মনে নানারকম কৌতূহল জাগে। আটা ও বিসুচিকা রোগের পারস্পরিক কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? এর উত্তরের সূত্র কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে? ঘটনাটি বোধগম্য হচ্ছিল না। এই মধুর লীলার অল্প শব্দে মাহাত্ম প্রকাশ না করতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। লীলাটির কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং এইভাবে বাবার জীবন-চরিত্র লেখার প্রেরণা পেলাম। এই কথা তো সবাই জানে যে, এই কাজটি বাবার কৃপা ও আশীর্বাদের ফলস্বরূপই সফলতাপূর্বক সম্পন্ন হয়েছে।

এবার আসি গম পেষার ঘটনাটির তাৎপর্য্যর দিকে। শিরডীবাসীরা এই ঘটনাটির যা অর্থ বুঝল, সেটা প্রায় ঠিকই, কিন্তু এছাড়া আমার মনে হয় এর এক অন্য অর্থও আছে। বাবা শিরড়ীতে ৬০ বছর ছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে উনি এই গম পিষবার কাজটি প্রায় প্রতিদিনই করতেন। গম পিষবার অভিপ্রায় আটা তৈরি না হয়ে বরং নিজের ভক্তদের পাপ, দুর্ভাগ্য, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট বিনাশ করাই ছিল। যাঁতার উপরের পাট হলো ভক্তি, নীচেরটি কর্ম। যাঁতার হাতল (দণ্ড) যেটা ধরে যাঁতা ঘোরাতেন সেটা ছিল জ্ঞান। বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষন মানুষের হৃদয় থেকে প্রবৃত্তি আসক্তি, ঘৃণা ও অহংকার নির্মূল না হয়ে যায় - যেগুলি নষ্ট হওয়া খুবই দুষ্কর, ততক্ষন জ্ঞান এবং আত্মানুভূতি সম্ভব নয়।

এই ঘটনাটি কবীরের এক তদ্দোনুরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবীর একটি স্ত্রীকে শষ্যের দানা পিষতে দেখে নিজের গুরু নিপৎনিরঞ্জনকে বলেন - "আমি কাঁদছি কারণ যেভাবে ঐ দানাগুলি যাঁতাতে পিষে যাচ্ছে, ঠিক সেইরকমই আমিও ভবসাগর

রূপী যাঁতায় পিষে যাওয়ার যাতনা অনুভব করছি।" ওঁর গুরু উত্তর দেন- "ঘাবড়িও না, যাঁতার মাঝখানে জ্ঞান রূপী দন্ড আছে। সেটাকেই ভালভাবে ধরে থাকো, যেভাবে তুমি আমায় ধরে থাকতে দেখো। তার থেকে দূরে যেওনা। শুধু কেন্দ্রের দিকেই অগ্রসর হতে থেকো। এইভাবে তুমি নিশ্চিত ভবসাগর রূপী যাঁতা থেকে বেঁচে যাবে।"

।। শ্রী সদগুরু সাঁই নাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।

১. চলন্ত যাঁতা দেখে দিল কবির কেঁদে,
দুই পাটের মাঝখানে আস্ত থাকে বলো কে?